মিথ্যার ধ্বংসলীলা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান

মিথ্যার ধ্বংসলীলা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের ভাই হযরত ওসমান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলেন তখন তাঁকে খুবই উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল এবং বলতে লাগলেন: আমি আজ রাতে স্বপ্নে **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ করি। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে একটি পাত্র প্রদান করেন, যেটাতে পানি ছিল। আমি (সেখান থেকে) পেট ভরে পানি পান করলাম। যার শীতলতা এখনো অনুভব হচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার এ মর্যাদা কিভাবে অর্জিত হল? জবাব দিলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করার কারণে। (সা'আদাতুদ দারাঈন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

দীদার কা ভীক কব বাটে গী?
মাংগাতা হে উম্মীদ ওয়ার আক্বা! (যওকে নাত, ৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

✻ تُوْبُوْا اِلَى الله, اُذْكُرُ الله, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও!

এক ব্যক্তি **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জগতের দাতা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হয়, আর আরয করে: আমি আপনার উপর ঈমান আনতে চাই, কিন্তু আমি মদ্যপান, অপকর্ম, চুরি, মিথ্যার প্রতি ভালবাসা রাখি। আর লোকেরা এটা বলে যে, **আপনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ সব কিছুকে হারাম বলে থাকেন। অথচ এসব কিছু পরিত্যাগ করতে আমি অক্ষম। যদি **আপনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ কথার উপর সন্তুষ্ট হন যে, আমি এগুলো থেকে যে কোন একটিকে ত্যাগ করব, তাহলে আমি **আপনার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপর ঈমান আনতে প্রস্তুত আছি। **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও।" সে একথা কবুল করে নিল এবং মুসলমান হয়ে গেল। যখন সে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট থেকে পৃথক হলো, তখন তার সামনে মদ পেশ করা হলো। সে চিন্তা করল যে, যদি আমি মদ পান করে নিই আর **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে মদ পান করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, তবে আমি যদি মিথ্যা বলি, তবে প্রতীজ্ঞা ভঙ্গ হবে। আর আমি যদি সত্য বলি, তবে **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার উপর দণ্ডাদেশ প্রয়োগ করবেন। এটা চিন্তা করে সে মদ পান করা ত্যাগ করল। অতঃপর তার অপকর্ম করার সুযোগ আসল, তখন তার অন্তরে একই ধারণা আসল, এই কারণে সে এই গুনাহও ত্যাগ করল। একই ভাবে চুরির ব্যাপারেও অনুরূপ হল। তার পর সে **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়। আর বলতে লাগল: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি অনেক ভাল কাজ করেছেন, আমাকে মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছেন। আর এটাই আমার সমস্ত গুনাহের দরজা বন্ধ করে দিল। এর পরে ঐ ব্যক্তি সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করল। **(তাফসীরে কবীর, ৬/১৬৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! যখন এক ব্যক্তি মিথ্যাকে ছেড়ে দিয়ে সত্য বলার দৃঢ় প্রত্যয় করে নিল, তখন সে অনেক কবীরা গুনাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করল। জানা গেল, মিথ্যা সকল পাপের মূল।

www.dawateislami.net

সকল মন্দ স্বভাবের মধ্য থেকে সবচেয়ে মন্দ স্বভাব মিথ্যা। মুখ দিয়ে বলা হোক বা কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করা হোক, উভয় ক্ষেত্রে তিরস্কৃত। মিথ্যা দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই যে, সত্যের বিপরীত কোন কথা বলা। অর্থাৎ কেউ জিজ্ঞাসা করল: আপনি কি সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করেছেন? আর জবাবে বলে দিল: হ্যাঁ! অথচ অংশগ্রহণ করেনি। আপনি কি খাবার খেয়ে নিয়েছেন? উত্তরে বলে দিল: জ্বি, হ্যাঁ! অথচ খাবার খায়নি, তবে এটা মিথ্যা হয়ে গেল। কেননা, এটা সত্যের বিপরীত। মিথ্যা বলা এমনি মন্দ স্বভাব যে প্রত্যেক মাজহাবে এটাকে মন্দ মনে করে। আমাদের প্রিয় ধর্ম ইসলামে এটা থেকে বেঁচে থাকার জন্য অনেক জোর দিয়েছে। কুরআনে পাকের অনেক জায়গায় এর তিরস্কার বর্ণনা করেছেন এবং মিথ্যাবাদির উপর **আল্লাহ্ তাআলার** অভিশাপও রয়েছে।

মিথ্যা এবং আয়াতে করীমা:

যেমন- ১৭ পারা সূরা হজ্ব আয়াত নং ৩০ এর মধ্যে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ﴿۳۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং বেঁচে থাকো মিথ্যা কথা থেকে।

১৪ পারা সূরা নহল আয়াত ১০৫ এর মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলার** বানী:

اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: মিথ্যা অপবাদ রটনা করে যারা **আল্লাহ্**র আয়াত সমূহের উপর ঈমান রাখে না এবং তারাই মিথ্যাবাদী।

সদরুল আফাযীল, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মিথ্যা বলা এবং অপবাদ দেওয়া বেঈমানদের কাজ। (খাযায়িনুল ইরফান, পারা- ১৪, নাহল, আয়াত- ১০৫) ইমামুল মুতাকাল্লিমীন হযরত আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দিন মুহাম্মদ বিন ওমর রাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াতে করীমা এই কথার জন্য সুদৃঢ় দলীল যে, মিথ্যা গুনাহ থেকে বড় গুনাহ এবং সবচেয়ে বড় মন্দ স্বভাব।

www.dawateislami.net

কেননা, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা অপবাদ দেওয়া সাহস সে ব্যক্তিই করে থাকে। যার কাছে **আল্লাহ্ তাআলা**র নিদর্শন সমূহের উপর বিশ্বাস নেই বা যে ব্যক্তি অমুসলিম এবং **আল্লাহ্ তাআলা** মিথ্যার প্রতি ঘৃণার মধ্যে ঐ ধরণের বাক্য বলাটা অবশ্যই মারাত্মক তিরস্কার। (তাফসীরে কবীর, ২০তম খন্ড, ৭/২৭২)

নেকীয়ো মে দিল লাগে হারদম বানা, আমিলে সুন্নাত এ্যয় নানায়ে হোসাইন।
ঝোট ছে বুগজ ও হাস্‌দ ছে হাম বাচি, কিজিয়ে রহমত এ্যয় নানায়ে হোসাইন।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৫৮ পৃষ্ঠা)

ঈমান দূর্বলকারী রোগঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ধারণা করুন! মিথ্যাবাদিকে কুরআন পাকে কিরূপ তিরষ্কার করা হয়েছে। বার বার মিথ্যা বলা ঈমান দূর্বল হওয়ার প্রমাণ বহণ হরে এবং মিথ্যুক ব্যক্তির অন্তরও বিগড়ে যাওয়ার কারণ হয়। মিথ্যা এমন এক রোগ যা ঈমানকে দূর্বল নিষ্ক্রিয় করতে থাকে। মিথ্যার রোগের সাথে সম্পৃক্ততার ধরণও অনন্য এবং অনুভূতিহীন হয়ে থাকে। মানুষ প্রত্যেকবার মিথ্যা বলার সময় এটা ভাবে যে, একবার মিথ্যা বললে কিই বা ক্ষতি হবে। অথচ মিথ্যা বলার কারণে সমাজ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মিথ্যাবাদীকে **আল্লাহ্ তাআলা** অবশ্যই বড় মিথ্যুক হিসেবে লিখে দেন এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে থাকে।

মিথ্যা ও হাদীসে মেরাবারকাঃ

আসুন! এ ব্যাপারে তিনটি **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুনি:

(১) "সত্য বলা নেকী আর নেকী জান্নাতে নিয়ে যায় এবং মিথ্যা বলা গুনাহ আর গুনাহ জাহান্নামে নিয়ে যায়।"

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আদব, বাবুল কবহুল কিজব, ১৪০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬০৭)

(২) "নিঃসন্দেহে সত্যতা নেকীর দিকে নিয়ে যায় আর নেকী জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় এবং নিঃসন্দেহে বান্দা সত্য বলতে থাকে এমনকি **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছে সিদ্দিক অর্থাৎ- অতি সত্যবাদি হয়ে যায়। মিথ্যা গুনাহের দিকে নিয়ে যায় আর গুনাহ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় এবং

www.dawateislami.net

নিঃসন্দেহে বান্দা মিথ্যা বলতে থাকে এমনকি **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছে কায্যাব অর্থাৎ- অতি মিথ্যাবাদি হয়ে যায়।"

(বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবু কওলুল হিতাআলা, ৪/১২৫, নং- ৬০৯৪)

(৩) বারগাহে রিসালাতে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরয করল: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত আমল কোনটি? **ইরশাদ করলেন:** "মিথ্যা বলা! যখন বান্দা মিথ্যা বলে তখন গুনাহ করে, আর যখন গুনাহ করে তখন অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আর যখন অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তখন জাহান্নামে প্রবেশ করে।"

(আল মুসনাদুল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদে আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস, ২/৫৮৯, নং- ৬৬৫২)

হায়ে নাফরমানিয়া বদকারিয়া বে বাকিয়া, আহ! নামে মে গুনাহো কি বড়ি ভরমার হে।
যিন্দেগী কি শাম ঢলতি জারহি হে হায়ে নফস, গরম রোজ শব গুনাহো কা হি বস বজার হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনার দেখলেন তো! মিথ্যা কিরূপ ধ্বংসাত্মক রোগ। মানুষ একের পর এক মিথ্যা বলার কারণে **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছে অনেক বড় মিথ্যুক হিসেবে লিখা হয়। আমাদের মধ্যে কেউ এটা চাই না যে, আমাদের নাম ঠিকানা অপরাধিদের রেজিষ্টারের লিখে দেওয়া হোক যদি এরূপ হয়ে যায়, তবে আমাদের দিনের আরাম ও রাতের ঘুম প্রশান্তি নষ্ট হয়ে যাবে। একটু ভাবুন! যখন অপরাধিদের তালিকার মধ্যে নিজের নাম দেখাটা কারো কাম্য নয়। তাহলে **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট কাউকে মিথ্যুকদের তালিকার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় এবং একের পর এক মিথ্যা বলার কারণে তাকে কায্যাব তথা অনেক বড় মিথ্যাবাদি হিসেবে লিখে দেওয়া হয়। একজন মুসলমানের কখনো এটা সহ্য করা উচিত নয়। তেমনি ভাবে যদি কারো জানা থাকে যে, অমুক রাস্তায় পদে পদে বিপদ, সে পথে গেলে প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি হতে পারে, তবে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সব সময় সেই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা থেকে বেঁচে থাকবে। কিন্তু আফসোস! আমরা আমাদের দুনিয়াকে সর্বোত্তম করতে সব সময় চিন্তায় ব্যস্ত রয়েছি।

www.dawateislami.net

কিন্তু আমরা আখিরাত ভাল করার চেষ্টা থেকে একেবারেই অলস। মিথ্যা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার এক ভয়ানক রাস্তা। কিন্তু আমরা সমস্ত বিপদকে চোখের আড়াল করে খুবই সাহসিকতার সাথে ঐ পথে চলেই যাচ্ছি। আফসোস! শত কোটি আফসোস! এখন তো মিথ্যাবাদিরা **আল্লাহ্**র পানাহ! মিথ্যাকে খারাপ মনে করাই ছেড়ে দিয়েছে। দুনিয়ার মধ্যে মিথ্যা বলে কিছু টাকার উপকার সাধনকারী, মিথ্যা কাহিনীর দ্বারা অন্যদের হাস্যকারী, মিথ্যা স্বপ্ন শুনিয়ে অন্যের মনোরঞ্জনকারী, নিজের নামের পাশে মিথ্যা উপাধি লাগিয়ে সম্মান ও খ্যাতির সরঞ্জামকারী স্মরণ রাখুন! মৃত্যুর পর মিথ্যার শাস্তি কখনও সহ্য করা যাবে না। যেমন-

মিথ্যুক ব্যক্তির প্রাপ্ত শাস্তি সমূহ:

শাহানশাহে দো'আলম, নূরে মুজাস্‌সম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "স্বপ্নে এক ব্যক্তি আমার নিকট আসল আর বলল: চলুন আমি তার সাথে চলে গেলাম । আমি দুই ব্যক্তিকে দেখলাম, তাদের মধ্যে থেকে একজন দাঁড়ানো অপরজন বসা ছিল। দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির হাতে লোহার দণ্ড ছিল (যেটার এক পার্শ্বের মাথা বাঁকা হয়ে থাকে), যেটাকে সে বসা ব্যক্তির এক চোয়ালে ঢুকিয়ে দিয়ে মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত আলাদা করে দিত। অতঃপর লোহার দণ্ড বের করে অপর চোয়ালে ঢুকিয়ে আলাদা করত। এরই মধ্যে প্রথমোক্ত চোয়াল নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসত আমি নিয়ে আসা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম: সে কি? সে বলল: সে মিথ্যাবাদি ব্যক্তি, তাকে কিয়ামত পর্যন্ত কবরে এই শাস্তি দেয়া হবে।"

(মাসাভিউল খায়রাত লিল খারাতি, ৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩১, মিথ্যুক চোর, ১৪ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুর রহমান হাতিম আছাম্মা বলখি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমাদের নিকট এ কথা পৌঁছেছে "মিথ্যুক" দোযখে কুকুরের আকৃতিতে "হিংসুক" জাহান্নামে শুয়োরের আকৃতিতে এবং "গীবতকারী" জাহান্নামে বানরের আকৃতিতে পরিবর্তন হয়ে যাবে। (তাম্বিহুল মুগতার্‌রীন, ১৯৪ পৃষ্ঠা, মিথ্যুক চোর, ১০ পৃষ্ঠা)

খাতায়ো কো মেরী মিটা ইয়া ইলাহী! মুঝে নেক খাচলত বানা ইয়া ইলাহী!
মুঝে গীবত ও চুগলী ও বদগুমানী, কি আপাত ছে তো বাচা ইয়া ইলাহী!
যবাঁ আউর আঁখো কা কুফলে মদীনা, আতা হো পায়ে মুস্তফা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০০-১০১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বর্ণনার মধ্যে যেমনিভাবে হিংসার মত জঘন্য কাজকে অন্তরে স্থান দানকারী এবং লোকদের গীবতকারীদের জন্য শিক্ষা, তেমনিভাবে মিথ্যাবাদিদের জন্যও শিক্ষা রয়েছে। মিথ্যা বলে এই ধ্বংসাত্মক দুনিয়াই সাময়িক সফলতা লাভকারী সর্বদা শান্তিতে থাকে, কিন্তু কবর ও হাশরের মধ্যে তার আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। একটু চিন্তা করুন! দুনিয়ার মধ্যে দাঁতের ব্যথা সহ্য করতে পারছ না, আখিরাতে চোয়ালের ভিতর লোহা ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যথা কিভাবে সহ্য করবে। দুনিয়াতে একটি মশার কামড়ে অতিষ্ট হয়ে যায়, মিথ্যা বলার কারণে কবরে সংগঠিত হওয়া শাস্তি কি ভাবে সহ্য করবে। আবার অনেক সময় এমনও হয়ে থাকে যে, মিথ্যুক ব্যক্তি তার মিথ্যার কারণে এই দুনিয়ার মধ্যেই **আল্লাহ্ তাআলার** গযবের স্বীকার হয়। যেমন-

মিথ্যুক চোরঃ

এক ব্যক্তি আপন চাচাতো ভাইয়ের **(Cousin)** সম্পদ চুরি করল, মালিক চোরকে হেরম শরীফে ধরে ফেলল এবং বলল: এগুলো আমার সম্পদ। চোর বলল: তুমি মিথ্যা বলছ। ঐ ব্যক্তি বলল: এমন (মিথ্যা কথা) হলে কসম করে দেখাও। এটা শুনে ঐ চোর (কা'বা শরীফের সামনে) "মকামে ইব্রাহিম" এর পাশে দাঁড়িয়ে কসম করল, এটা দেখে সম্পদের মালিক "রুকনে ইয়ামেনী" ও মকামে ইব্রাহিম এর মধ্যখানে দাঁড়িয়ে দোয়া করার জন্য হাত উঠালেন, আর দোয়া করে হাত নামানোর আগেই , চোর পাগল হয়ে গেল এবং মক্কা শরীফে এভাবে চিৎকার করতে লাগল: আমার কি হয়ে গেল! ও সম্পদের কি হয়ে গেল!! এবং সম্পদের মালিকের কি হয়ে গেল!! এই সংবাদ **আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাদাজান হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর নিকট পৌঁছল। তখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ তাশরীফ আনলেন এবং ঐ সম্পদ একত্রিত করে যার (সম্পদ) ছিল, ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দিলেন আর সে তা নিয়ে চলে গেল।

www.dawateislami.net

অতঃপর সে চোর পাগলের মত (দৌড়াতে এবং) চিৎকার করতে থাকত শেষ পর্যন্ত একটি পাহাড় থেকে নিচে পড়ে মারা গেল। আর জঙ্গলের জীব-জন্তু তাকে খেয়ে ফেলল। (আখবারু মক্কাতা লিল আযরাকী, ২/২৬ সংক্ষেপিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! চুরি করা, মিথ্যা কসম করা এবং মিথ্যাবাদির কেমন ভয়ানক ধ্বংসাত্মক পরিণাম হল। এজন্য আমাদেরও চুরি করা, মিথ্যা কসম করা আর বিশেষ করে মিথ্যার মত মন্দ গুনাহ থেকে বাঁচা উচিৎ।

মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যানঃ

সকল প্রকারের গুনাহ বিশেষ করে মিথ্যা থেকে বাঁচা এবং সত্য কথার অভ্যাস গড়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান। স্মরণ রাখবেন! তরমুজকে দেখে তরমুজের রং আকার ধারণ করে। তিলকে গোলাফ ফুলের মধ্যে রেখে দিলে তো এটার সংস্পর্শে থেকে সেটা গোলাফী হয়ে যায়। এমনিভাবে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে আশেকানে রাসূলের সংস্পর্শে থাকা, **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ায় পাথরও অমূল্য হীরায় পরিণত হয়ে খুব জলমল করে। যদি আমরাও মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, সিনেমা-নাটক দেখা-দেখানো, গান-বাজনা শুনা-শুনানো এর মত খারাপ অভ্যাস যদি ত্যাগ করতে চায়, তবে তৎক্ষণাৎ এই মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে কার্যকর ভাবে মাদানী কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করুন। আশেকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য **আল্লাহ্**র রাস্তায় সফর করুন। সফল জীবন অতিবাহিত করতে এবং আখিরাত সুন্দর করতে প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করে মাদানী ইনআমতের রিসালার খালি ঘর পূরণ করুন যিম্মাদারকে প্রত্যেক মাসের দশ তারিখের জন্য অপেক্ষা না করে প্রথম তারিখেই জমা করার অভ্যাস গড়ুন।

www.dawateislami.net

এর পাশাপাশি সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রদর্শিত মাদানী মুযাকারার মধ্যে নিজে অংশগ্রহণ করে অন্যান্যদের নিকটও এর দাওয়াত পৌঁছাতে থাকুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ১০০ ভাগ জনপ্রিয় ইসলামী চ্যানেল "মাদানী চ্যানেল" নিজে দেখতে থাকুন এবং অন্যকেও দেখার জন্য উৎসাহিত করুন। যদি এই সব মাদানী কাজে সুদৃঢ় ভাবে অংশগ্রহণ ও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের মধ্যে স্থায়িত্বের সৌভাগ্য অর্জন হয়ে যায়, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা আরও বেশি বৃদ্ধি পাবে। সাহাবা ও আউলিয়াগণের মোবারক ফয়েযও জারী হয়ে যাবে। গুনাহ থেকে অন্তর অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং আখিরাতের চিন্তার পাশাপাশি সুন্নাত অনুসারে জীবন অতিবাহিত করার মন-মানসিকতা তৈরী হবে اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ।

হামে আলিমো আউর বুযুর্গো কি আদাব, শিখাতা হে হারদম সদা মাদানী মাহল।
ইয়াহা সুন্নাতে শিখনে কো মিলে গি, দিলায়েগা খাওফে খোদা মাদানী মাহল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রত্যেক কাজের পরিণামঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা দুনিয়াতে যাই আমল করি তার ফলাফল আমাদের সামনে এসে যায়। যদি আমল সৎ হয়, তবে এর ফলাফল ও ভাল হবে। আর যদি আমল মন্দ হয়, তবে নিঃসন্দেহে তার ফলাফলও মন্দ হবে। অতঃপর মিথ্যা খারাপ আমলের সাথে সম্পর্ক রাখে, তাহলে এর ফলাফলও খারাপ বের হয়। অনেক সময় মিথ্যা বলার মধ্যে প্রকাশ্যভাবে উপকার মনে হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর পরিণাম মন্দই হয়ে থাকে। যদি দুনিয়ার মধ্যে এর পরিণাম মন্দ না আসে এর পরও কবর ও আখিরাতের মধ্যে এর কারণে অবশ্যই পাকড়াও করা হবে। আসুন! হাদীসে মোবারকার মধ্যে বর্ণিত মিথ্যার বিভিন্ন ধ্বংসলীলা শুনি:

www.dawateislami.net

মিথ্যার ভয়ানক পরিণতিঃ

* "যখন বান্দা মিথ্যা বলে, তার দূর্গন্ধে ফেরেস্তা এক মাইল দূরে চলে যায়।" (তিরমিযী, ৩/৩৯২, হাদীস- ১৯৭৯) * "মিথ্যা বলা সবচেয়ে বড় খিয়ানত।" (সুনানে আবু দাউদ, ৪/৩১৮, হাদীস- ৪৯৭১) * "মিথ্যা ঈমানের বিপরীত।" (আল মুসনাদুল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১/২২, হাদীস- ১৬) * "লোকদের হাঁসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যাবাদির জন্য ধ্বংস।" (সুনানে তিরমিযী, ৪/১৪২, হাদীস- ২৩২২) * "লোকদের হাঁসানোর জন্য মিথ্যাবাদি জাহান্নামের এত গভীরে পড়ে যায়, যার দূরত্ব আসমান ও জমিনের চেয়ে বেশি।" (শুয়াবুল ঈমান, ৪/২১৩, হাদীস- ৪৮৩২) * "মিথ্যা বলার কারণে মুখ কালো হয়ে যায়।" (শুয়াবুল ঈমান, ৪/২০৮, হাদীস- ৪৮১৩) * "মিথ্যা কথা বলা কবীরা গুনাহ।" (আল মুজামুল আওসাত, ১৮/১৪০, হাদীস- ২৯৩) * "মিথ্যা বলা মুনাফিকের আলামত সমূহ হতে একটি আলামত।" (সহীহ মুসলিম, ৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০৬) * "মিথ্যাবাদি কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলার** কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় ব্যক্তির মধ্যে গণ্য হবে।" (কানযুল উম্মাল, ১৬/৩৯, হাদীস- ৪৪০৩৭)

মে ফালতো বাতোঁ ছে রহো দূর হামেশা, চুপ রেহনে কা আল্লাহ্ ছালিকা তো সিকাদে।
মে জোট না বলো কভি গালি না নিকালো, আল্লাহ্ মারায ছে তো গুনাহো কি শিফা দে।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মিথ্যা আখিরাতের জন্য কতই ক্ষতিকারক বস্তু। এই জন্য বুদ্ধিমান হল সেই, যে মিথ্যাকে পিছনে ফেলে সব সময় সত্যের আঁচল ধরে রাখে। সত্য বলার দ্বারা মানুষ না শুধু মাত্র মিথ্যার ঐ সব শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে বরং সত্য বলার উপকারে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। যেমন-

সত্য বলার ১০টি উপকারীতাঃ

হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেনঃ (১) যে ব্যক্তি সত্য বলার অভ্যস্ত হয়ে যায়, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে নেককার বানিয়ে দেন। (২) তার ভাল কাজ করার অভ্যাস হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

(৩) এর বরকতে সে মৃত্যু পর্যন্ত নেককার থাকবে। (৪) মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকে। (৫) যে **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছে সিদ্দিক হয়ে যায় তার শেষ পরিণতি ভাল হয়। (৬) সে সব ধরনের শাস্তি থেকে সুরক্ষিত থাকে। (৭) সকল প্রকারের সাওয়াব পায়। (৮) দুনিয়াতেও তাকে সত্যবাদি বলে এবং ভাল মনে করে। (৯) তার সম্মান মানুষের মনে বসে যায়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা) (১০) সত্য এমন একটা নূর যেটা সত্যবাদিদের অন্তরে হেদায়াতের কারণে সৃষ্টি হয়। যার কারণে সে **আল্লাহ্ তাআলা**র নৈকট্য অর্জন করে। এতটুকুতেই তার ঐ নূর অর্জিত হয়।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, ২২ পারা, আল আহযাব)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সত্যবাদি সৌভাগ্যবান লোক কেমন কেমন মহান ফযীলত এবং দুনিয়া ও আখিরাতের নেয়ামত প্রাপ্ত হয়। এই জন্য যদি আমরাও এই সব নেয়ামত ও ফযীলত অর্জনের আশা করি, তবে আমাদেরকেও সত্য বলার অভ্যাস গড়তে হবে। পৃথিবীতে সত্য বলাতে আখিরাতের মর্যাদা ও বরকত অর্জন হয়, সেখানে আবার অনেক সময় দুনিয়ার বড় বড় পেরেশানি থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে এক ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনি এবং সত্য বলার নিজের মুখকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বানানোর সুদৃঢ় নিয়্যত করে নিন।

সত্যবাদী রাখাল:

হযরত নাফে رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নিজের কতিপয় সঙ্গীদের সাথে এক সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে একটি স্থানে থামলেন এবং খাওয়ার জন্য দস্তরখানা বিছানো হল। এরই মধ্যে একজন রাখাল সেখানে আসল তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আসুন দস্তরখানা থেকে কিছু নিয়ে নিন। (সে) আরয করল: আমি রোযাদার। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: তুমি কি প্রচন্ড গরমের দিনেও (নফল) রোযা রেখেছ? অথচ তুমি এই পাহাড় সমূহে ছাগল চরিয়ে থাক। সে বলল: **আল্লাহ্ তাআলা**র শপথ! আমি এটা এজন্য করছি যাতে জীবনের অতিবাহিত হয়ে যাওয়া দিনের ক্ষতি পূরণ আদায় করতে পারি।

www.dawateislami.net

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তার পরহেযগারীর পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যে বললেন: তুমি কি তোমার ছাগলগুলোর মধ্য থেকে একটি ছাগল আমার কাছে বিক্রি করবে? এর মূল্য ও মাংস তোমাকে দিব যাতে তুমি এর দ্বারা রোযার ইফতার করতে পার। সে উত্তর দিল: এই ছাগলগুলো আমার নয়, আমার মালিকের। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পরীক্ষা করার জন্য বললেন: মালিককে বলে দিবে যে নেকড়ে বাঘ **(WOLF)** এর মধ্য থেকে একটি নিয়ে গেছে। গোলাম বলল: তাহলে **আল্লাহ্ তাআলা** কোথায়? (অর্থাৎ- **আল্লাহ্** তো দেখছেন, তিনি তো প্রকৃত খবর জানেন এবং এর জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন) যখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মদীনায় পুনরায় আসলেন তখন তার মালিকের কাছ থেকে গোলাম ও সব ছাগল ক্রয় করে নিলেন। অতঃপর রাখালকে মুক্ত করে দিলেন এবং ছাগলগুলোও তাকে উপহার হিসেবে দিয়ে দিলেন।

(শুয়াবুল ঈমান, ৪/৩২৯, হাদীস- ৫২৯১, মিথ্যুক চোর, ১৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সত্য কথা বলার দ্বারা শুধুমাত্র এই দুনিয়ার মধ্যেই কল্যাণ অর্জন হয় তাই নয় বরং বান্দা মিথ্যার মত গুনাহের মধ্যে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে বেঁচে যায়। এ কারণে সব সময় সত্য বলার অভ্যাস গড়ে নিন এবং মিথ্যা বলার অভ্যাস ছেড়ে দিন। যত সমস্যা হোক, বড় বড় মুসীবত এসে পড়লেও কখনো মিথ্যা আশ্রয় নিবেন না এবং সদা সত্যের উপর অটল থাকুন, اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ দ্বীন দুনিয়ার কল্যাণ অর্জন হবে।

সত্য বলার কারণে প্রাণ বেঁচে গেল:

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একদিন কিছু বন্দীদেরকে হত্যা করাচ্ছিল। একজন বন্দী দাঁড়িয়ে বলতে লাগল: হে আমীর! তোমার উপর আমার একটি হক রয়েছে। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করল: সেটা কি? (তখন সে) বলতে লাগল: একদিন অমুক ব্যক্তি তোমাকে ভাল মন্দ বলছিল তখন আমি তোমার (পক্ষ হয়ে) প্রতিরোধ করেছিলাম। হাজ্জাজ বলল: এর স্বাক্ষী কে?

www.dawateislami.net

ঐ ব্যক্তি বলল: আমি **আল্লাহ্ তাআলার** ওয়াসেতা দিয়ে বলছি, যে ব্যক্তি সেই কথোপকথন শুনে ছিল সে (যেন) স্বাক্ষী দেয়। অন্য একজন বন্দী দাঁড়িয়ে বলল: হ্যাঁ! এ ঘটনা আমার সামনে ঘটেছিল। হাজ্জাজ বলল: প্রথম বন্দীকে মুক্ত করে দাও। অতঃপর স্বাক্ষী দাতা থেকে জিজ্ঞাসা করল: তোমার কিসের বাধা ছিল যে তুমি এই বন্দীর মত আমার (পক্ষ হয়ে) প্রতিরোধ করনি কেন? ঐ ব্যক্তি সত্য কথা বলল: বাধা এটাই ছিল যে, আমার অন্তরে তোমার প্রতি পুরানো শত্রুতা ছিল। হাজ্জাজ বলল: তাকেও মুক্ত করে দাও কেননা সে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সত্য বলেছে।

(ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান লি ইবনে খালকান, ২/২৮, মিথ্যুক চোর, ১৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল, সত্যবাদি সব সময় বিজয়ী হয়। কেননা, সত্যের বিপদ নেই, অর্থাৎ সত্যবাদি কোন বিপদে থাকে না। সে সম্পূর্ণ উপকারের মধ্যেই থাকেন। কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফরেসাস! আজ আমাদের সমাজে মিথ্যা এক মহামারি আকার ধারণ করেছে। পুরুষ হোক বা মহিলা, ছোট-বড়, ধনী-গরীব, ওজীর-মন্ত্রী, বিচারক-চৌকিদার মোটকথা সমাজের প্রায় সকল ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত। দূর্ভাগ্য বশতঃ আজকাল এমন পরিস্থিতিতে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হয়। যেখানে সত্য কথা বললে দুনিয়াবী কোন ক্ষতি হবে না।

বাচ্চাদের মিথ্যা বলা:

এই পরিস্থিতিতে বাবা-মা তাদের কম বয়সী বাচ্চার সাথেও মিথ্যা বলে থাকে। সাধারণত দেখা যায়, বাবা-মা ছোট বাচ্চাকে তাদের কথা শোনার জন্য বিভিন্ন ধরণের মিথ্যা বলে থাকে। যেমন- বৎস এদিকে আস! এটা নাও, তারপর চলে যেও। (অথচ দেওয়ার মত কিছুই নেই) বা ছোট বাচ্চার মন খুশী করার জন্য এটা বলা: বৎস! চুপ হও তোমাকে খেলনা এনে দেব (যখন তার অন্তরে এরূপ ইচছা থাকে না) এভাবে কথা না শুনলে তাকে ভয় দেখানোর জন্য মিথ্যা বলে দেওয়া। যেমন- শুয়ে যাও, নইলে বিড়াল বা কুকুর আসবে ইত্যাদি ইত্যাদি। স্মরণ রাখবেন! এই ধারণের সকল বাক্যই মিথ্যার অন্তর্ভূক্ত এবং যেমনি ভাবে বক্তা নিজেই মিথ্যার কারণে কঠিন গুনাহগার হচ্ছে, তেমনি ভাবে ঐ সব মিথ্যা বাক্যের কারণে বাচ্চার চরিত্রের মধ্যে গভীর প্রভাব পড়ে।

www.dawateislami.net

যার ফলে সে ছোটবেলা থেকেই সত্য শুনা সত্য বলা থেকে বঞ্চিত হয়ে মিথ্যা শুনা এবং মিথ্যা বলার অভ্যস্থ হচ্ছে। এই ধরণের পরিবেশের শিক্ষা পাওয়া বাচ্চা যখনি বোঝশক্তি হয়, কথায় কথায় মিথ্যা বলতে থাকে। এই কারনে আমাদেরও আমাদের বাচ্চাদেরকে মিথ্যা না বলা উচিৎ।

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আমের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের ঘরে আসলেন, আমার মা আমাকে ডাকলেন যে, আস। তোমাকে কিছু দিব, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কি জিনিস দেওয়ার ইচ্ছা করেছ?" সে বলল: খেজুর দিব। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যদি তুমি কিছু না দিতে, তবে এটা তোমার যিম্মায় মিথ্যা লিখা হতো।" (সুনানে আবু দাউদ, ৪/৩৮৭, হাদীস- ৪৯৯১)

সাচ্ছি বাত সিখাতে ইয়ে হে, সিধি রাহ্ চালাতে ইয়ে হে।
আপনি বনি আপ ভিগাড়ী, কোন বানায়ে বানাতে ইয়ে হে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কথা খুব ভালভাবেই জানা গেল, বাচ্চাদের সাথেও মিথ্যা বলাটা শরয়ী ভাবে জায়েয নেই। এই কারণে আজ পর্যন্ত যারা এই ধরণের করেছেন তাড়াতাড়ি তাদের সত্যিকারভাবে তাওবা করা উচিৎ এবং সব সময় সত্যের অভ্যাস গড়ে নেওয়া উচিৎ। নিজেও মিথ্যা থেকে বাঁচুন এবং নিজের সন্তানদেরও এই বদ অভ্যাস থেকে বাঁচান। এই জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর লিখিত রিসালা "মিথ্যুক চোর" খুব ভালভাবে পাঠ করে নিন এবং আপনার বাচ্চাকেও এই রিসালা পাঠ করার প্রতি উৎসাহ দিন। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ মিথ্যা বলার অভ্যাস চলে যাবে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মিথ্যা উপাধী লাগানোঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের এমনি কিছু পরিভাষা রয়েছে, যেগুলো নির্দিষ্ট কিছু পদ-মর্যাদা বা ডিগ্রিকে বুঝায়। কিন্তু প্রতারণা ও খুব বেশি মিথ্যার কারণে এই পরিভাষাগুলো এমন অনেক লোক ব্যবহার করতে দেখা যায়, যাদের সাথে এই সব পদের কোন সম্পর্কই নেই। যদি কিছুটা ধারণা থাকে বা সম্পদ হয়, তখনও এই সব ব্যক্তিরা ঐ পরিভাষাগুলো ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক নয়। সাধারণত ঐ সব লোকের যাদের ঔষধ সম্পর্কে সামান্য কিছু জানা থাকে, বা কোন ডিসপিনসারি **(Dispenser)** বা কোন ক্লিনিকের মধ্যে সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। তাহলে তারা নিজেদেরকে শুধু ডাক্তার বলতে দেখা যায় না বরং নিজের জন্য ডাক্তার শব্দটা বলা পছন্দও করে থাকেন। অথচ ডাক্তার শব্দটা একটি নির্দিষ্ট ডিগ্রির উপর প্রয়োগ করা হয়। আর ঐ সব ব্যক্তিই তা ব্যবহার করতে পারবে, যে তার যোগ্য। তারা ছাড়া অন্য কেউ তা ব্যবহার করাটা অপরাধ ও শরয়ীভাবে মিথ্যা বলা হল। এমনি ভাবে কিছু লোকের ঔষধ নিরূপনের ধারণা হয়ে গেল বা চিকিৎসা শাস্ত্রের কিছু পদ্ধতি জেনে গেল। তাহলে সেও তার নামের পাশে "হাকিম সাহেব" বলা ও লিখার ক্ষেত্রে খুবই গর্ভবোধ করেন। অথচ এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং প্রতারণা। এমনিভাবে মিথ্যার বাজার এই পরিমাণ গরম যে, কিছু লোক জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ খালী কিন্তু সে ওলামায়ে কেরামের কাতারে ঢুকে বসতে দ্বিধাবোধ করে না। আমাদের এখানে "মাওলানা" শব্দটা দ্বীনের জ্ঞান সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিদের বলা হয়ে থাকে। কিন্তু দেখা যায় যে, মূর্খ্য লোকেরা শুধুমাত্র এই শব্দটা নয় বরং এর চেয়ে বড় "আল্লামা ফাহামা" (অনেক বড় জ্ঞানের অধিকারী, অনেক বোঝশক্তির অধিকারী) ইত্যাদি শব্দ নিজের জন্য ব্যবহার করতে একটু চিন্তাও করে না। অথচ এইরূপ করাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সায়্যিদ নয় এমন ব্যক্তি সায়্যিদ হওয়াঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সমাজের মধ্যে পাওয়া যায় এমন বাতেনি রোগের মধ্য থেকে একটি বড় ভয়ানক রোগ হল উচ্চ মর্যাদা পদের ভালবাসা। যেটার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, খ্যাতি, সম্মান, মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা। আর এই আকাঙ্ক্ষা ফ্যাসাদের মূল। অনেক সময় এটা ধর্মকেও ধ্বংস করে দেয়। এই জন্য এর থেকে বাঁচাটা খুবই জরুরী একজন মুসলমানের জন্য **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই ইরশাদই যথেষ্ট যে; "দুইটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছাগলের পালে ততটা ধ্বংসাত্মক নয়, যতটা ধ্বংসাত্মক ধন-সম্পদ, সম্মান, মর্যাদার ভালবাসা মুসলমাননের ধ্বংস করে থাকে।" (তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ, ৪/১৬৬, হাদীস- ২৩৮৩) বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা গেল, ধন-সম্পদ, সম্মান, মর্যাদার মধ্যে ধ্বংসই ধ্বংস। এই অপবিত্র রোগের বিপদের কারণ। হযরত সায়্যিদুনা আবু নছর বিশর হাফি মারওয়াজি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমি এমন কোন ব্যক্তিকে চিনি না যে নিজের প্রসিদ্ধি চায় এবং তার দ্বীন ধ্বংস ও নষ্ট এবং সে নিজেই অপদস্থ ও হতভাগা না হয়ে যায়।

(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনুমান করুন! নিজের সম্মান ও মর্যাদার প্রত্যাশা করা কেমনি বিপদজনক রোগ। এই রোগের স্বীকার কিছু লোক এই ভাবেই হয়ে থাকে যে, লোকদের থেকে সম্মান পাওয়ার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজের বংশ পরিবর্তন করতে দ্বিধাবোধ করে না। পাকিস্তান ও ভারতের উপমহাদেশে "সায়্যিদ" শব্দটা এমনি লোকদের জন্য বলা হয়, যারা ছিলছিলা (বংশ) নিজের বাবার থেকে **হুযুরে আনওয়ার, শফিয়ে মাহশর, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যন্ত মিলেছে। আমাদের অনেকে ঐশ্বর্য্য, সম্মান, মর্যাদা পাওয়ার জন্য কিছু "সায়্যিদ নয় এমন" লোকও নিজেকে নিজেই "সায়্যিদ" বলে থাকে। অথচ প্রকৃত পক্ষে একথাটা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! নিজের প্রকৃত পিতাকে ছেড়ে অন্য কাউকে বাপ বলা নিজের বংশ খান্দান ছেড়ে অন্য কোন বংশের সাথে সম্পর্ক লাগানো হারাম এবং জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়ে দোযখে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। এই ব্যাপারে হাদীস শরীফে মারাত্মক হুশিয়ারি এসেছে। যেমন-

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি অন্যের পিতাকে নিজের পিতা বানানোর দাবী দকরে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ পাঁচশত বছরের রাস্তা থেকে পাওয়া যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুন নিকাহ, ৩য় খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫)

উভয় জাহানের সুলতান, সরওয়ারে যিশান, মাহবুবে রহমান, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে অন্যের পিতাকে নিজের পিতার দাবী করে, অথচ সে জানে সে তার পিতা নয়, তবে তার উপর জান্নাত হারাম।"

(বুখারী, ৪/৩২৬, হাদীস- ৬৭৬৬)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ বলেন: প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে ঐ ব্যক্তি শিক্ষা অর্জন করবে, যে নিজের পালিত বাচ্চার মন রক্ষার্থে তার সামনে নিজেকে আসল পিতার পরিচয় প্রকাশ করে। আর ঐ বেচারাও সারা জীবন তাকে আসল পিতা হিসেবে জেনে থাকে। নিজের সত্যিকার পিতার নিকট ইছালে সাওয়াব এবং তার জন্য দোয়া করা থেকেও বঞ্চিত থাকে। স্মরণ রাখবেন! প্রয়োজনীয় দলীল পত্র, পরিচয় পত্র, পাসপোর্ট এবং বিয়ের কার্ড ইত্যাদির মধ্যে প্রকৃত পিতার জায়গায় মুখে ডাকা পিতার নাম লিখা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। তালাক প্রাপ্ত মহিলাও তার পূর্বের ঘরের বাচ্চাদের তাদের প্রকৃত পিতার সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদেরকে অন্ধকারে রেখে আখিরাত নষ্ট করার ব্যবস্থা করবে না। সাধারণ কথা বার্তায় কাউকে আব্বাজান বলে দেওয়াতে কোন অসুবিদা নেই। যখন সবার জানা আছে যে, এটা ব্যক্তির সম্পর্ক নয়। হ্যাঁ! যদি এইরূপ পিতাকে নিজের পিতা বলে প্রকাশ করে, তবে গুনাহগার ও আগুনের শাস্তির হকদার হবে।

www.dawateislami.net

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: আজাকাল বিপুল সংখক লোক নিজেকে সিদ্দিকী, ফারুকী ও ওসমানী এবং সায়্যিদ বলতে লাগল। তাদের চিন্তা করা উচিৎ। ঐ সমস্ত লোক এমনটি করে কত বড় গুনাহের জলাভুমিতে ফেঁসে গেল। **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে সঠিক পথে চলার তাওফিক দান করুন এবং এই হারাম ও জাহান্নামী কাজে থেকে এই সব লোককে তাওবা করার তাওফিক দান করুন। (আমীন)

(জাহান্নাম কে খাতারাত, ১৮২ পৃষ্ঠা) (পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর, ৩৭৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাঁসি তামাসায় মিথ্যা বলা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাতে কোন সন্দেহ নেই যে, মিথ্যা আমাদের সমাজে এক মহামারি রোগের ছড়িয়ে গেল। হয়ত আমাদের কোন বৈঠক ও মিথ্যা থেকে সুরক্ষিত নয়। বিশেষ করে হাঁসি তামাশার জন্য মাহফিল সাজানো এবং তাতে রং দেওয়ার জন্য মিথ্যা বলা। মিথ্যা কাহিনী এবং মিথ্যা গল্প শুনিয়ে লোকদের হাঁসানো, এমনিভাবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে গুজব ছড়ানো, সোস্যাল মিডিয়া **(Social Media)** এর মাধ্যমে কারো পক্ষ থেকে মিথ্যা কথা সম্বন্ধ করে ছড়িয়ে দেওয়া এমনকি যা দোষ মনে করছে না। অথচ এসব ব্যথার মধ্যে শয়তান খুশী ও নিজের আখিরাত নষ্ট হয়। মিথ্যার প্রচলিত দিকগুলোর মধ্য থেকে আর একটি ভয়ানক দিক হয় কোর্টে মিথ্যা স্বাক্ষী দেওয়া, মিথ্যার এই দিক অর্থাৎ কোর্টের মধ্যে মিথ্যা স্বাক্ষী দেওয়া সবচেয়ে বড় ভয়ানক। কেননা, এর দ্বারা মানুষের অধিকার সম্মান ও মর্যাদার ক্ষতি হয় এবং এর দ্বারা সামাজিক শৃংঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটে।

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মিথ্যা স্বাক্ষী **আল্লাহ্ তাআলার** সাথে শিরিকের সমান।" (সুনানে তিরমিযী, ৪/১৩৩) এমনিভাবে মিথ্যা শপথ করাও মন্দ স্বভাব। এমনিভাবে মিথ্যা শপথ খাওয়াও মন্দ অভ্যাস। আমাদের এখানে মিথ্যা শপথ করে উন্নতি করার বড় তালিকা রয়েছে মনে করে এবং যে মিথ্যার আঁচল ছেড়ে সত্য বলার অভ্যাস গড়েন। তাকে বেওকুপ, কম বুদ্ধি, নাদান, বোকা মনে করে।

www.dawateislami.net

অনেক সময় সত্যের উন্নতির রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা মনে করে। এই কারণে অনেক সময় খারাপ উদ্দেশ্যের জন্য মিথ্যা শপথ করাটাও পরিতাপের বিষয় মনে করে না, অথচ এটাও কবীরা গুনাহ। আসুন! মিথ্যা শপথ করার ব্যাপারে দুইটি **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুনি:

(১) "কবীরা গুনাহ ৪টি। শিরিক, মা-বাবার অবাধ্য, মিথ্যা শপথ এবং কাউকে হত্যা করা।" (বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস- ৬৬৭৫)

(২) "যে ব্যক্তি শপথের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক ছিনিয়ে নিল, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর জাহান্নাম ওয়াজীব এবং জান্নাত হারাম করে দেন।" সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি সেটা সামান্য বস্তুও হয়? "যদি সেটা লোবানও হয়।"

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **মক্কী মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিথ্যা শপথ করে অন্যের সম্পদ আত্মসাতকারীর জন্য জাহান্নামে প্রবেশের প্রতিশ্রুতি শুনিয়েছেন। বর্ণিত দিকগুলো ছাড়াও অন্যান্য অনেক পদ্ধতিতেও মিথ্যা বলা হয়ে থাকে। যেমন- মিথ্যা প্রশংসা করা, মিথ্যা স্বপ্ন শুনানো, মিথ্যা ওকালতি করা, মিথ্যা ওয়াদা করা, মিথ্যা খবর ছড়ানো, এপ্রিলের প্রথম তারিখ মিথ্যা বলে এপ্রিল ফুল পালন করা। মোট কথা বিভিন্ন পদ্ধতিতে মিথ্যা পুরাতন ক্ষতের মত আমাদের সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে। মিথ্যা এবং এর মত অন্যান্য প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য রোগ থেকে বাঁচার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান। মুখকে অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বাঁচানোর জন্য মুখের কুফলে মদীনা লাগিয়ে নিন। প্রত্যেক সপ্তাহ মাদানী মুযাকারায় এবং সুন্নাতে ভরা ইজতিমার মধ্যে অংশগ্রহণ করাটা নিজের আমলে পরিণত করুন। মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং আশেকানে রাসূলদের সাথে প্রত্যেক মাসে তিনদিন মাদানী কাফেলার মধ্যে সফর করুন। اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য নেকী অর্জন হবে।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখবেন! মিথ্যা নাজায়িয ও গুনাহ। কিন্তু কিছু দিক এমন রয়েছে যার মধ্যে সঠিক উদ্দেশ্য ও শরীয়াতের দৃষ্টিকে সামনে রেখে মিথ্যা বলার অনুমতি রয়েছে এবং তাতে গুনাহ নেই। যেই ভাল উদ্দেশ্যটা সত্য বলে অর্জন করা যায়, তখন মিথ্যা বলে তা অর্জন করার জন্য মিথ্যা বলাটা হারাম। যদি ভাল উদ্দেশ্যটা মিথ্যা বলে অর্জন করা যাচ্ছে কিন্তু সত্য বললে অর্জন হবে না, তবে এতে কিছু দিক রয়েছে যা মিথ্যা বলাটা বৈধ। কিছু পরিস্থিতিতে ওয়াজীব। * কোন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে জালিম ব্যক্তি হত্যা করতে চাচ্ছে বা কষ্ট দিতে চাচ্ছে অথবা সে তার ভয়ে লুকিয়ে থাকল। জালিম কারো কাছে জিজ্ঞাসা করল সে কোথায়? যদি সে জানে, তবে বলতে পারবে আমি জানি না। * অথবা কারো আমানত তার কাছে, কেউ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করল আমানত কোথায়? সে অস্বীকার করে বলতে পারবে আমার কাছে তার আমানত নেই। * তেমনি ভাবে দুইজন মুসলমানের মধ্যে বিরোধ রয়েছে, এখন সে উভয়ের সংশোধন করতে চাচ্ছে, তবে একজনের সামনে এটা বলে দাও যে, সে তোমাকে ভাল জানে, তোমার প্রশংসা করে। সে তোমাকে সালাম বলল এবং অপর জনের নিকটও একই কথা বলবে, যাতে উভয়ের শত্রুতা কমে যায় এবং সংশোধন হয়ে যায়। * নিজের স্ত্রীকে খুশী করার জন্য কোন ঘটনার বিপরীত কথা বললে সেটাও মিথ্যা হবে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সারাংশঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমরা মিথ্যার ধ্বংসাত্মকের ব্যাপারে শুনলাম। নিঃসন্দেহে মিথ্যা সকল পাপের মূল। যদি কেউ মিথ্যা থেকে বাঁচার দৃঢ় প্রতীজ্ঞা করে নেয়, তবে সত্য বলার বরকতে অন্যান্য যে কোন গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে। মিথ্যুক ব্যক্তি আখিরাতের মধ্যে তো অপদস্থ হবেই, কিন্তু যদি মিথ্যা থেকে দুনিয়ার মধ্যে তার পর্দা সরে যায় তখনো এই ধরনের ব্যক্তি অপদস্থের স্বীকার হয়। মিথ্যাবাদি থেকে ফেরেস্তা এক মাইল দূরে চলে যায় এবং সে **আল্লাহ্ তাআলার** অপছন্দনীয় বান্দায় পরিণত হয়।

www.dawateislami.net

এই জন্য আমাদেরও উচিৎ অন্যান্য গুনাহের পাশাপাশি মিথ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষনা করে সমস্ত গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

উকিল ও জজ মজলিশের পরিচয়ঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উকালত আমাদের সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতীক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** যেখানে কম বেশি ৯৭টি বিভাগের মধ্যে ইসলামের বার্তাকে প্রসার করছে। সেখানে উকালতে সংগবদ্ধ ব্যক্তিদের সংশোধনের জন্য "উকালত ও জজ মজলিশ" এর মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত প্রসার বরা হচ্ছে এবং তাদের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করে এই মাদানী উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ" অনুসারে জীবন অতিবাহিত করার এবং আখিরাতের চিন্তা করার মাদানী মন-মানসিকতা তৈরী করছে।

আল্লাহ্ করম এ্যয়ছা করে তুঝ পে জাহা মে,
এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধূম মাচি হো।

১২ মাদানী কাজের মধ্যে এক মাদানী কাজ মাদানী কাফেলাঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাতের খেদমত করার জন্য যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে বড় ছোট অংশ নিন। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজ মুসলমানদের সুন্নাতের পথে চলানো এবং আশেকানে রাসূলদের মধ্যে সুন্নাতের মাদানী বাহার ব্যাপক করতে অনেক সহায়ক হয়। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্য থেকে এক মাদানী কাজ প্রত্যেক মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলার মধ্যে আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শের বরকতে ইলমে দ্বীন শিখা ও ইলমে দ্বীনে ভরপুর কিতাব ও রিসালা পাঠ করার সুযোগ হয় এবং

www.dawateislami.net

লোকদেরকে নেকীর দাওয়াত দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে সাওয়াবও অর্জন হয়। স্মরণ রাখবেন! যদি আমাদের নেকীর দাওয়াত কোন এক ইসলামী ভাই সুন্নাতের অনুসারি ও নামাযী হয়ে যায়, তবে তাকে ঐ নেক আমলের সাওয়াব তো দেওয়া হবে। সাথে আমাদের আমল নামায়ও সাওয়াব লিখা হবে।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "নেকীর দিকে পথ প্রদর্শণকারী ও নেক আমলকারীর মত।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬৭৯) আপনিও প্রত্যেক মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর করার নিয়্যত করে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অসংখ্য কল্যাণ অর্জন হবে। আসুন! উৎসাহের জন্য মাদানী কাফেলার মাদানী বাহার শুনি:

মাদানী বাহার:

এক ইসলামীর ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে গুনাহের জলাভূমিতে ফেঁসে ছিলাম। **আল্লাহ্**র পানাহ! মদ্য পান, মা-বাবাকে কষ্ট দেওয়া এবং নামায কাযা করা আমার অভ্যাস ছিল। একদিন আমার ভাগিনী আমাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলার মধ্যে সফর করার জন্য দাওয়াত দিল। প্রথমে আমি ফাঁকি দিতাম, কিন্তু সে সাহস হারায়নি এবং আমার উপর ইনফিরাদি কৌশিশ অব্যাহত রাখল এবং শেষ পর্যন্ত আমি মুহার্‌রামুল হারামে শহীদানে কারবালার رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن ইছালে সাওয়াতের নিয়্যতে মাদানী কাফেলায় সফর করার নিয়্যত করলাম। মাদানী কাফেলার মধ্যে নেকীর দাওয়াত এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনার এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত রিসালা পড়ার সুযোগ লাভ হয়। এই সমস্ত প্রভাব সম্পন্ন বয়ান আমি গুনাহগারকে খুবই প্রবাবিত করে। আমার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন এসে গেল অবশেষে মাদানী কাফেলার বরকতে আমার পূর্বের গুনাহের প্রতি ঘৃণা হতে লাগল। আমার মাথা লজ্জায় ঝুকে গেল এবং আমি আমার পূর্বের সমস্ত গুনাহ বিশেষ করে মদ্যপান থেকে সত্যিকার তাওবা করি। নামাযের ধারাবাহিকতা এবং মা-বাবার অনুগত হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নিলাম।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলার বরকতে আমি মাথায় সবুজ ইমামা (পাগড়ী) শরীফের তাজ সাজিয়ে নিলাম এবং এক মুষ্টি দাঁড়ী রাখারও নিয়্যত করে নিলাম। আর এখন একটি মসজিদে মুয়াযিনের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কথা-বার্তা বলার সুন্নাত ও আদবঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবিহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৫)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশিত রিসলা "১০১ মাদানী ফুল" থেকে কথা-বার্তা বলার ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল শুনি: * হাসোজ্জ্বল চেহারায় আনন্দ চিত্তে কথাবার্তা বলবেন। * মুসলমানদের মন জয় করার নিয়্যতে ছোটদের সাথে স্নেহভরে এবং বড়দের সাথে বিনয়ের সাথে কথাবার্তা বলবেন। * চিৎকার করে কথাবার্তা বলা থেকে যতটুকু সম্ভব বিরত থাকবেন। * চাই সদ্য প্রসূত শিশু হোক, ভাল ভাল নিয়্যতে তার সাথে ও স্ত্রী-জনাব সম্বোধনে কথা বলবেন। এতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার চরিত্রও মার্জিত হবে এবং শিশুও আদব কায়দা ঠিক ভাবে বড় হয়ে উঠবে। * কথা বলার সময় লজ্জাস্থানে হাত দেওয়া, আঙ্গুল দ্বারা শরীরের ময়লা পরিস্কার করা, বার বার নাক চুলকানো, নাকে কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাখা, বার বার থুথু ফেলতে থাকা ভাল দেখায় না। * যতক্ষণ পর্যন্ত অপর ব্যক্তির কথা বলা শেষ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকবেন। তার কথা কেটে দিয়ে নিজের কথা শুরু করে দেওয়া সুন্নাত নয়।

www.dawateislami.net

* কথা বলার সময় বরং অট্টহাঁসি থেকে বেঁচে থাকবেন। কেননা, অট্ট হাঁসি সুন্নাত নয়। কথা বলার সময় সব সময় স্মরণ রাখবেন যে অতিরিক্ত কথা বলার দ্বারা ভয় ভীতি কমে যায়। * কেবল মাত্র বৈধ প্রয়োজনে কারো সাথে কথাবার্তা বলা যাবে এবং কথা বলার সময় শ্রোতার মন-মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। * অশ্লীল নোংড়া ও নির্লজ্জ কথাবার্তা থেকে সর্বদা বিরত থাকবেন। গালি গালাজ করবেন না। মনে রাখবেন! কোন মুসলমানকে শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত গালি দেওয়া অকাট্য হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা) যারা অশ্লীল নির্লজ্জ কথাবার্তা বলে, তাদের জন্য জান্নাত হারাম। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম, যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে।"

(কিতাবুস সামত মাআ মাওসূআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া সম্বলিত, ৭ম খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩২৫)

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

আশিকানে রাসূল আ-য়ে সুন্নাত কে ফুল
দেনে লেনে চলে কাফিলেমে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলেন তখন **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এটাই পড়ে থাকে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net